দাঙ্গা এবং রোহিঙ্গা

আর্কিটেকচারের ছাত্র সঞ্জু আমার পাশেই শেরে বাংলা হলের ৪০৭ নম্বর রুমে থাকতো, ও আমার চেয়ে বছর দুয়েকের জুনিয়র। খুবই আমায়িক ছেলে, বাড়ি চট্টগ্রাম। একদিন হলের ক্যান্টিনে চট্টগ্রামের আরেক ছেলের সাথে গল্প করতে করতে সঞ্জু'র কথা বললাম, ছেলেটি বলল, "ও তো বড়ুয়া" আমি বললাম, ও বড়ুয়া কিনা তা জানি না, তবে ও পঁড়ুয়া"।

পরে বুঝেছিলাম, ছেলেটি বুঝাতে চাচ্ছিল, সঞ্জু বৌদ্ধ র্ধমালম্বী; যদিও র্ধম আমাদের আলোচনা বিষয় বস্তুর ধারে কাছেও ছিল না। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতেও এমনকি বুয়েটের মত জায়গায়'ও কিছু মানুষ (!) আছে যারা সব কিছুতেই র্ধম'কে জড়িয়ে ফেলেন!

সম্প্রতি রামু, উখিয়া আর কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ র্ধমালম্বী'দের উপর ন্যাক্কারজনক হামলার পর সঞ্জু'র কথা খুব মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল, আমরা (বাংলাদেশে মানুষ'রা)'তো এমন র্ধমান্ধ না, বা ছিলাম'ও না। তাইতো দেখতে পাই, সুহাস যখন ১৯৭৮ সাথে পিন্টু আর মঈন'এর আগে জাতীয় যুব দলের গোল রক্ষক হন, প্রতাপ হাজরা মোহামেডানের হকি দলের ক্যাপ্টেন মনোনীত হন বা নীশিতা'র জন্য হাজার হাজার র্দশক' এস, এম, ওস করে; অখন কেউ চিন্তাও করে না, কে কোন র্ধমের অর্ন্তভূক্ত।

আমার আরও মনে পড়ছিলো, পাকিস্তান আমলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পেছনে সব সময় মৌলবাদী এবং পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসক'দের ইন্ধন থাকতো আর তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতো, রিফিউজি বিহারী এবং স্থানীয় মৌলবাদীরা।

বিহারী এবং মৌলবাদী'দের দাঙ্গার কারন এক হলেওএবং উদ্দেশ ছিল ভিন্ন। "বাই ডেফিনিশন", দুঃস্বপ্ন যেমন খারাপ হতে বাধ্য (কারন স্বপ্ন ভাল হলে তো আর সেই স্বপ্ন'কে কেউ আর দুঃস্বপ্ন বলে না) তেমনি মৌলবাদীরা সুযোগ পেলেই বা সুযোগ তৈরী করে র্ধমীয় দাঙ্গা লাগাবেই (এই জন্যই আমরা তাদের র্ধমান্ধ (র্ধমপ্রান নয়) বা মৌলবাদী বলি।

বিহারি'দের দাঙ্গা লাগানোর কারন এবং উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্ন। পাকিস্তান আমলে বিহারি'দের দাঙ্গা লাগানোর কারন এর সাথে; সম্প্রতি রামু, উখিয়া আর কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ র্ধমালম্বী'দের উপর ন্যাক্কারজনক হামলায় রোহিঙ্গাদের জড়িত থাকার কারন এবং উদ্দেশ্য'র ভয়ানক সাদৃশ্য দেখতে পাই।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ভারতের বিহার প্রদেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, ফলশ্রুতিতে বিহারিরা সীমান্তের সবচেয়ে কাছের জেলা দুইটি'তে (রংপুর এবং দিনাজপুরে) আশ্রয় নেয় (ভারতের বিহার প্রদেশে এখনও প্রতি কয়েক বছর পর পর বিভিন্ন মাত্রায় দাঙ্গা হয়ে থাকে)।

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে এই সব বিহারীরা যখন তদানীন্তন পূব্ব-পাকিস্তানে শরর্নাথী হিসাবে আশ্রয় নেয়, তখন পাকিস্তানী নাগরিকত্ব ছাড়াও তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়েছিল, আর পেয়েছিল সবরকম সহযোগিতা। কিন্তু পরর্বতীতে যখনই মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিতো, তখন এই বিহারিরা তাদের উপর ভারতীয় হিন্দুদের দ্বারা সংঘটিত অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, সুযোগ পেলেই তাদেরকে আশ্রয়প্রদানকারী বাংলাদেশী হিন্দু'দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। মৌলবাদীরা তাদের অরো প্রলোভন দেখাতো এই বলে, 'হিন্দুরা ভারতে চলে গেলে তোমরাই তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে তার মালিক হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

তদানীন্তন পূব্ব পাকিস্তানে, এই সব রিফিউজি বিহারিরা মূলত, উত্তর বঙ্গের রংপুর এবং দিনাজপুর; এবং ঢাকার মোহম্মদপুর এবং মিরপুরে একত্রিত হয়ে বসবাস করতো। এই সব বিহারিদের, পাকিস্তানী'রা ধারনা দিয়েছিল ভবিষ্যতে একদিন রংপুর এবং দিনাজপুর মিলে 'বিহারিস্থান নামে একটি নতুন প্রদেশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একাত্তুরে এই অকৃতজ্ঞ এবং কৃতঘ্ন বিহারিরাই, পাকিস্তানী এবং মৌলবাদীদের সহযোগী হয়ে বাংলাদেশে চালায় জঘন্য হত্যাকান্ড।

একই ভাবে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে, এই সব রিফিউজি বিহারিরা সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় নেয়। সেই সময় থেকেই সিন্ধু প্রদেশে, বিশেষত করাচীতে 'মোহাজির' নামে বসবাস করে আসছে। 'মোহাজির'দের দল, মোহাজির কাওমী মুভমেন্ট (এম কিউ এম)'ই সিন্ধু প্রদেশের সবচেয়ে বড় দল। র্বতমানে এই মোহাজির'রাই পাকিস্তানের বন্দর নগরী এবং বানিজ্যিক কেন্দ্র করাচী নিয়ন্ত্রন করে এবং নিয়মিতভাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে দাঙ্গায় লিপ্ত হচ্ছে! 'মোহাজির' বা বিহারিদের এই অসভ্য এবং

অকৃতজ্ঞ আচরনের ফলেই আজ পাকিস্থান, বাংলাদেশে আটকে পড়া কয়েক লক্ষ্য পাকিস্তানী (বিহারি)'দের আর নেওয়ার নাম নিচ্ছে না।

র্বামার আরাকান (র্বতমানে মায়ানমারের রাখাইন) প্রদেশে ষাটের দশক থেকেই ভারতের বিহার প্রদেশের মতই থেমে থেমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সঙ্গঠিত হয়ে আসছে (সীমিত আকারের) এবং প্রতি বারই কিছু রোহিঙ্গা টেকনাফ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারনে মূল জনগোষ্টীর সাথে মিশে হিয়েছিল। চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ এত ছিল না তাই বিহারিদের এবং রোহিঙ্গাদের এই মিশে যাওয়া বেশ সহজ ছিল এবং এই নিয়ে কেউ তেমন কোন আপত্তি করে নাই।

আশির দশকে মায়ানমারে দাঙ্গার পর যখন এক সাথে প্রথম বারের মত অনেক রোহিঙ্গা বাংলদেশে প্রবেশ করে এবং তখন তাদের জন্য তৈরী করা হয় 'রোহিঙ্গা ক্যাম্প' এবং পরর্বতী'তে প্রতিবার দাঙ্গার পর, এই ক্যাম্পে আরো রোহিঙ্গা এসে আশ্রয় নেয়। আশির দশকে র্বামার আরাকান মুক্ত করার উদ্দেশ্যে(!) রোহিঙ্গাদের সামরিক এবং র্অথ সাহায্যের ধুয়া উঠে এবং মধ্যপ্রাচের কয়েকটি দেশ থেকে কিছু র্অথ এবং স্থানীয়ভাবে অস্ত্র সংগৃহীত হয়, যার নেতৃত্ব দেয় জামায়াতে ইসলামী।

পরর্বতীতে এই সব র্অথ এবং স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অস্ত্র, পরর্বতীতে আরাকান মুক্ত করার কাজে ব্যাবহৃত না হলেও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছাত্র শিবির এবং জামায়াতে ইসলামী'র ক্যাডার তৈরী'তে ব্যাবহৃত হয়। আশির দশকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছাত্র শিবির এবং জামায়াতে ইসলামী'র ক্যাডার'দের ভায়াবহ উত্থানের পেছনে রয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যূতে সংগৃহীত অস্ত্র এবং র্অথ। সামরিক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত এই সব রোহিঙ্গারা ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায় ব্যাবহৃত হয়েছে এবং হয়ে আসছে, জামায়াত-শিবির দ্বারা।

সময়ের সাথে সাথে এই সব রোহিঙ্গাদের অনেকেই কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পরে, ফলে তদানীন্তন রংপুর এবং দিনাজপুর'এর মত কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সাথে তারা বিভিন্ন অপরাধ'এ জড়িয়ে পরে এবং বাংলাদেশী পাসর্পোট নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। প্রায়ই খবরে দেখা যায় এই সব বাংলাদেশী পাসর্পোট'ধারী রোহিঙ্গারা মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করে, যার দায়ভার নিতে হয় অন্য বাঙ্গালদেশীদের।

সম্প্রতি সংঘটিত দাঙ্গায়, রোহিঙ্গারা ঠিক পাকিস্তান আমলের বিহারিদের মত ন্যাক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছিল, তাই সময় থাকতেই বাংলাদেশে অবস্থানরত এই সব রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে সূদুরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশ (এবং করাচীর) বিহারিদের অবস্থান, উত্থান এবং পরর্বতীতে তাদের ভূমিকার আলোকে।

কয়েক মাস আগে র্বামার আরাকান (র্বতমানে মায়ানমারের রাখাইন) প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যখন র্বতমান সরকার (পশ্চিমা দেশগুলির চাপের মুখেও) রোহিঙ্গাদের পুশব্যাক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই অমানবিক মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সরকারের সেই সিদ্ধান্ত কক্সবাজার'কে সম্ভাব্য 'করাচী'তে পরিনত হওয়ার হাত থেকে আপাতত রক্ষা করেছেন।

সমাধানঃ শ্রীলংকার (জাফনা প্রদেশের) তামিল' রিফিউজী'রা যেমন, জাফনা থেকে ৩০ মাইল দূরে তাদের আদি নিবাস, ভারতের তামিলনাড়ু'তে না গিয়ে (তামিলনাড়ু এবং ভারত সরকার এর প্রতিরোধের কারনে), সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কানাডা, ইউরোপ আর অস্ট্রেলিয়া'র র্দীঘ পথে পাড়ি জমান এবং রাজনৈতিক আশ্রয়'এর জন্য আবেদন করেন এবং শেষাবধি একসময় নাগরিকত্ব পেয়ে যান।

এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে, আমাদের সরকারের উচিত রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলি'কে বলা যে, এরা জেনুইন রিফিউজি তা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু (আমরা গরিব দেশ) আমদের ইচ্ছা থাকলেও নতুন করে কিছু করার সাধ্য নাই তাই আমাদের উপদেশ না দিয়ে, এদের কে তোমাদের দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়'এর ব্যাবস্থা কর। দরকার হলে, টেকনাফ'এ রিজিউজি ক্যাম্পে, 'রিজিউজি প্রসেসিং সেন্টার' (নাউরু'র মত) কর, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ৭ অক্টোবর ২০১২ victory1971@gmail.com